দপ্তর/সংস্থার নাম	উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের নাম	২০০৬ সালের চিত্র	২০২৩ সালের চিত্র
বিটিসিএল	টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো: অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক বিস্তৃতি	উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক বিস্তৃত ছিলনা। সীমিত পরিসরে বিভাগীয় শহর ও জেলা সদরে রেডিও ট্রান্সমিশনের পাশাপাশি বিটিসিএল এর ফাইবার নেটওয়ার্ক ব্যবহৃত হত। ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা বিস্তৃত ছিলনা।	ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন দেশব্যাপী সংযুক্তি। এ লক্ষ্যে ২০০৮ সালে বিটিসিএল নিজস্ব অর্থায়নে ১০৮টি উপজেলায় ৯০০ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করে। পরবর্তীতে '১০০০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার উন্নয়ন' প্রকল্পের মাধ্যমে ১১০৮ টি ইউনিয়নে ৯,০০০ কি.মি. এবং 'উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প' এর আওতায় দেশের ৩৩৯ টি উপজেলায় ৮,০০০ কি.মি. ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপিত হয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বিটিসিএল দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রত্যন্ত এলাকায় অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করে আসছে। বর্তমানে দেশের ৬৪ জেলায়, ৪৭৪ টি উপজেলায় ও ১,২১৬ টি ইউনিয়নে বিটিসিএল এর মোট ৩৮,০০০ কি.মি. এরও বেশী ভূ-গর্ভস্থ অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক বিস্তৃত, যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দ্রুতগতির ইন্টারনেটসহ আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে। শহর ও গ্রামে ডিজিটাল বৈষম্য (ডিজিটাল ডিভাইড) কমে এসেছে।
	গ্রাহক পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা	সীমিত পরিসরে জেলা সদর পর্যন্ত কপার ভিত্তিক ডায়াল-আপ ইন্টারনেট সেবা চালু হয়, যার সর্বোচ্চ গতি ছিল ৬৪ কেবিপিএস।	বিটিসিএল এর 'ঢাকা শহরের পুরাতন ডিজিটাল টেলিফোন সিস্টেম প্রতিস্থাপন (১৭১ কে এল)' প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০৯ সালে দেশে কপার লাইনে ২-৫ এমবিপিএস গতির এডিএসএল (Asynchronous Digital Subscriber Line) প্রযুক্তির ইন্টারনেট সেবা চালু হয়। প্রাথমিকভাবে জেলা পর্যায়ে এক্সচেঞ্জসমূহে টেলিফোনের সাথে এডিএসএল ইন্টারনেট প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে 'টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরী এবং সিলেট জেলায় সীমিত আকারে আধুনিক প্রযুক্তির জিপন (Gigabit Passive Optical Network, GPON) ইন্টারনেট চালু করা হয়। এই জিপন সংযোগের সর্বোচ্চ গতি ছিল ২০ এমবিপিএস। টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল খাত। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আরও আধুনিক প্রযুক্তি চালুর উদ্দেশ্যে বিটিসিএল এর এক্সচেঞ্জসমূহ আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় 'ডিজিটাল সংযোগের জন্য টেলিকমিউনিকেশন্স নেটওয়ার্ক আধুনিকীকরণ (এমওটিএন)" প্রকল্পটি ২০১৭ সালে গৃহীত হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে

			বিটিসিএল এর প্রযুক্তিগত আমূল পরিবর্তন ঘটে। প্রকল্পের আওতায় প্রথম পর্যায়ে ২২টি জেলায় আধুনিক আধুনিক প্রযুক্তির জিপন ইন্টারনেট চালু করা হয়। বর্তমানে প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায়ের আওতায় অবশিষ্ট ৪২টি জেলায় জিপন ইন্টারনেট স্থাপনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ফলে দেশের সব জেলায় অপটিক্যাল ফাইবার এর মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ১০০ জিবিপিএস গতির জিপন ইন্টারনেট এবং উপজেলায় গ্রাহক পর্যায়ে ২০ এমবিপিএস গতির এডিএসএল ইন্টারনেট সম্প্রসারিত হচ্ছে। এছাড়াও লিজড লাইন ইন্টারনেট এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায়ে আরও উচ্চতর ক্যাপাসিটির ইন্টারনেট ব্যন্ডউইথ প্রদান করা হচ্ছে।
	কর্পোরেট গ্রাহক সেবা	২০০৬ সাল বা সমসাময়িক সময়ে তৎকালীন বিটিটিবি গ্রাহক পর্যায়ে টেলিফোন কেন্দ্রিক সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করত, কর্পোরেট পর্যায়ে সরকারী বা বেসরকারী খাতে টেলিফোন ব্যতিত অন্য সেবা অত্যন্ত সীমিত ছিল।	ক) সরকারী খাতেঃ গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সংস্থায় কর্পোরেট সেবা হিসেবে বিটিসিএল অবকাঠামো ভিত্তিক সেবা প্রদান করছে, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলোঃ ✓ সকল উপজেলা নির্বাচন কমিশনে অপটিক্যাল ফাইবার কানেকটিভিটি (৪৩৮ টি ইতোমধ্যে সংযুক্ত) ✓ স্মার্ট বাংলাদেশে স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবায় প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত টেলিমেডিসিন ও ই-হেলথ সেবা পৌঁছে দিতে দেশের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রয়োজনীয় কানেকটিভিটি ও ব্যান্ডউইথ (৩৫০ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স) ✓ ১৯০ টি কমিউনিটি ভিশন সেন্টারে অপটিক্যাল ফাইবারভিত্তিক সংযোগ ✓ বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল কার্যালয়ের মধ্যে সংযুক্তি (১১) ✓ সকল ই-পাসপোর্ট ও অন্যান্য পাসপোর্ট অফিসে ফাইবার ও ইন্টারনেট (১৫৪ টি অফিস) ✓ বাংলাদেশ পুলিশ এর হাইওয়ে সিসিটিভি ক্যামেরার জন্য প্রয়োজনীয় কানেকটিভিটি ✓ সশস্ত্র বাহিনীর জন্য সুরক্ষিত নেটওয়ার্ক প্রভৃতি। খ) বেসরকারী খাত/টেলিকম অপারেটরের ক্ষেত্রেঃ

			✓ ৪জি সেবা উন্নয়ন এবং ৫জি এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে মোবাইল অপারেটরগণের টাওয়ারসমূহকে অপটিক্যাল ফাইবার সংযুক্তির আওতায় এনে ব্যান্ডউইথ বৃদ্ধি। বিটিসিএল দেশের সকল মোবাইল অপারেটর (গ্রামীণফোন, রবি, বাংলালিংক, টেলিটক) কে অপটিক্যাল ফাইবার লিজ প্রদান করছে এবং বর্তমানে এর পরিমাণ ১৪,০০০ কি.মি. এর অধিক।
	নেশনওয়াইড টেলিকমিউনিকেশন্স ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক (এনটিটিএন) সেবার মাধ্যমে অবকাঠামো পূর্ণ ব্যবহার ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিযোগাযোগ সেবা সম্প্রসারণ।	২০০৬ সালে নেশনওয়াইড টেলিকমিউনিকেশন্স ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক (এনটিটিএন) সেবার প্রচলন ছিলনা। প্রত্যেক অপারেটর তাদের নিজস্ব অবকাঠামো ব্যবহার করতো এবং আন্ত:অপারটের অবকাঠামো শেয়ারের প্রচলন ছিলনা।	এনটিটিএন সেবার প্রচলনের মাধ্যমে বিটিসিএল তার দেশব্যাপী বিস্তৃত নেটওয়ার্ক সকল মোবাইল অপারেটরসহ অন্যান্য সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট লিজ প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করছে। এর ফলে বিভিন্ন অপারেটরকে পৃথকভাবে বিনিয়োগ করতে হচ্ছেনা। বিটিসিএল এর অবকাঠামো (নেটওয়ার্ক ও টাওয়ার) অধিকতর ব্যবহারের মাধ্যমে মোবাইল কোম্পানী তাদের সেবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে সম্প্রসারিত করছে এবং বিটিসিএল এরও রাজস্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।
	ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে ইন্টারনেট	২০০৬ সালে ইউনিয়ন পরিষদে কোন ইন্টারনেট সংযোগ ছিল না।	ডিজিটাল বাংলাদেশে ডিজিটাল নাগরিকসেবাসমূহ প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার সরকারের ভিশন বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিটিসিএল বিনা মাশুলে ১,২১৬ টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক ভিত্তিক ইন্টারনেট প্রদান করছে, যা সেবার পাশাপাশি উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।
	ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনলাইন কার্যক্রমসহ রাষ্ট্রীয় জনগুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম চালু রাখা	২০০৬ সালে ভিডিও কনফারেন্সিং সম্পন্ন করার মত ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ বা ফাইবার নেটওয়ার্ক ছিলনা।	২০২৩ সালে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে অনলাইনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জনগুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম চালু রাখা হচ্ছে। বিশেষভাবে করোনাকালে দাপ্তরিক কার্যক্রম চালু রেখে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে এটি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বর্তমানেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ও রাষ্ট্রীয় জনগুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে ভিডিও কনফারেন্সকালে বিটিসিএল নেটওয়ার্ক সেবা প্রদান করে থাকে।
	ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের মূল্য হ্রাস করে সাশ্রয়ী মূল্যে সেবা প্রদান।	২০০৬ সালে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ এর মূল্য ছিল ৭৫,০০০ টাকা (প্রতি এমবিপিএস)।	ইন্টারনেট সেবার প্রসার ও সাশ্রয়ীকরণের মাধ্যমে ২০২৩ সালে ব্যান্ডউইথের মূল্য গড়ে ৩০০ টাকা (প্রতি এমবিপিএস)। এছাড়া, গ্রাহক পর্যায়ে সাশ্রয়ী মূল্যে শেয়ার্ড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট প্রদান করা হচ্ছে, যার

			সর্বনিম্ন প্যাকেজে প্রতি মাসে ৫ এমবিপিএস ইন্টারনেট (আনলিমিটেড) এর মূল্য ৫০০টাকা।
	টেলিফোন সেবার আধুনিকায়নে ভয়েস, মেসেজিং ও ভিডিও কল সুবিধাসহ আধুনিক প্রযুক্তির আইপি কলিং অ্যাপ 'আলাপ' চালু।	২০০৬ সালে ভূতপূর্ব বিটিটিবি'র টেলিফোন সংযোগ সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ৮৯ হাজার। প্রতি মিনিট ন্যূনতম কল চার্জ ছিল ৩ টাকা।	প্রযুক্তির পরিবর্তনের ধারায় টেলিফোনের চাহিদা কমে এসেছে। বর্তমানে বিটিসিএল এর টেলিফোন গ্রাহক ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার। টেলিফোনের কল রেট উল্লেখযোগ্য হারে কমানো হয়েছে। বর্তমানে সারামাস আনলিমিটেড টেলিফোন টু টেলিফোন কল মাত্র ১৫০ টাকায়, আর অন্য অপারেটরে কলরেট ৫২ পয়সা/মিনিট। নতুন প্রযুক্তির প্রসারে সারাবিশ্বের অন্যান্য দেশের মতই ল্যান্ডফোন গ্রাহকের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে ইন্টারনেট ও ইন্টারনেট ভিত্তিক বিভিন্ন প্রযুক্তির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে ২৬ মার্চ ২০২১ সালে বিটিসিএল টেলিফোনি সেবায় যুক্ত করেছে আইপি কলিং সেবা "আলাপ"। ফ্রি অননেট কল (আলাপ টু আলাপ), সাশ্রয়ী অফনেট কল (আলাপ টু মোবাইল ও ফিক্সড ফোন), মেসেজিং, ভিডিও কলসহ আকর্ষণীয় ফিচারসমৃদ্ধ এই আইপি কলিং সেবার গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১২ লক্ষ ৫৭ হাজারে দাঁড়িয়েছে যা বিটিসিএল এর টেলিফোন গ্রাহকের প্রায় তিন গুণ।
	সেবা ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে গ্রাহকের দোরগোড়ায় বিটিসিএল এর সেবা সম্প্রসারন।	২০০৬ সালে বিটিসিএল এর সেবা ছিল সম্পূর্ণ অফলাইন। গ্রাহককে নির্ধারিত ফর্ম পূরণ করে বিটিসিএল এর অফিসে বা ক্যাম্প থেকে সেবা নিতে হত। মোবাইল ফিনান্সিং সার্ভিস (এমএফএস) বা অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা না থাকায় শুধুমাত্র নির্ধারিত ব্যাংকে ডিমান্ডনোট ও বিল পরিশোধ করা যেত।	২০১৯ সালে বিটিসিএল এ প্রথম মোবাইল অ্যাপ 'টেলিসেবা' চালু করা হয় যার মাধ্যমে গ্রাহক ঘরে বসে টেলিফোন ও ইন্টারনেট এর অভিযোগ দাখিল, বিল দেখা ও এমএফএস এর মাধ্যমে বিল পরিশোধ করতে পারেন। কোভিড পরিস্থিতিতে ২০২০ সালে টেলিসেবার মাধ্যমে অনলাইনে নতুন সংযোগের আবেদন ও ডিমান্ডনোট পরিশোধের সুবিধা সংযোজিত হয়। ফলে অতিমারীতেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিটিসিএল এর সেবা চালু রাখা সম্ভব হয়। পরবর্তীতে 'ডিজিটাল সংযোগের জন্য টেলিকমিউনিকেশন্স নেটওয়ার্ক আধুনিকীকরণ (এমওটিএন)" প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২১ সালে বিটিসিএল এর সকল সেবা একটি একক অনলাইন প্ল্যাটফর্ম 'BOSS' (Business and Operation Subsystem) এর আওতায় নিয়ে আসা হয়। এটি বিটিসিএল এর গ্রাহকসেবায় একটি নতুন মাইলফলক। এর মাধ্যমে বিটিসিএল এর সকল সেবা ডিজিটালাইজশনের আওতায় এসেছে এবং আধুনিক বিলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ডিজিটাল ব্যাংকিং এর সম্প্রসারনের ফলে এমএফএস, ডেবিট কার্ড/ক্রেডিট কার্ড এবং ওয়েবসাইট থেকে অনলাইনে সকল বিল পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রকল্পটি বিটিসিএল এ যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে।

	গ্রাহকসেবার নতুন মাত্রা	২০০৬ সালে বিটিসিএল এর সেবার জন্য গ্রাহককে স্থানীয় টেলিফোন অফিস ও ক্যাম্পে যেতে হত।	২০২৩ সালে বিটিসিএল এ গ্রাহকসেবার জন্য 'BOSS' অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, মোবাইল অ্যাপ 'টেলিসেবা', কল সেন্টার ১৬৪০২ চালু রয়েছে। সকল ধরনের গ্রাহক তাঁর সুবিধা অনুযায়ী ঘরে বসে সেবা নিতে পারেন।
	সামাজিক দায়বদ্ধতায় বিটিসিএল এর ভূমিকা	২০০৬ সালে CSR বা সামাজিক দায়বদ্ধতা বিষয়ে বিশেষ কার্যক্রম ছিল না	ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে বিশেষ সংযুক্তি কার্যক্রমে বিটিসিএল কাজ করছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্যঃ ✓ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য ফ্রি টেলিফোন ✓ বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের জন্য ফ্রি টেলিফোন ও ইন্টারনেট ✓ ঢাকা ও চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফ্রি টেলিফোন ✓ প্রেস ক্লাব, রিপোর্টারস ইউনিটিসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় স্থানে ফ্রি ওয়াইফাই জোন
	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট এর মাধ্যমে ডিজিটাল শিক্ষা প্রসারে বিটিসিএল এর ভূমিকা	পূর্বে স্কুল/কলেজ পর্যায়ে টেলিফোন ব্যতিত কোন সেবা প্রদান করা হতো না	বিটিসিএল ইতোমধ্যে ৫৯১ টি সরকারী কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে অপটিক্যাল ফাইবারভিত্তিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ফ্রি ওয়াই-ফাই জোন চালু করেছে। এটি ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থায়, বিশেষ করে করোনা মহামারী সময়কালে অনলাইন ক্লাস চালু রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।